Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ আগস্ট , ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১৮ আগস্ট , ২০১৪ ১ ভাদ্র, ১৪২১

স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ আগস্ট : সারা দেশের সাথে সাথে জেলা জুড়ে পালিত হলো ৬৮তম স্বাধীনতা দিবস। জেলা প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। কোর্টকম্পাউণ্ডে জেলা শাসক দপ্তরের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন। বর্ধমানের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্ণারেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাসক। এছাড়াও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর অঙ্গীকার হলে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্বাধীনতা কী ও কেন এবং স্বাধীনতার আগে ও পরে বিষয়ক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন, অতিরিক্ত জেলা শাসক হৃষিকেশ মুদি, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক মুনমুন হোড় প্রমুখ। রসিকপুরের কাছে ছবি আঁকার স্কুল চিত্র মন্দির এদিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ছবি আঁকা, প্রশ্ন-উত্তর এবং নাটক পরশমণি মঞ্চস্থ হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন চিত্র মন্দিরের শিক্ষক সমর মুখোপাধ্যায়। এছাড়া আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলেও স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তৃণমূলের খুনোখুনিতে চরম আতঙ্কে মন্তেশ্বরের তেঁতুলিয়া গ্রাম

আলেক শেখ, কালনা, ১৭ আগস্ট : মন্তেশ্বর থানার তেঁতুলিয়া গ্রামে এখন হাতে গোনা কয়েকজন বৃদ্ধা-বৃদ্ধ ছাড়া কেউ গ্রামে নেই। শ্বেত পাথরের প্রাসাদোপম মসজিদ আছে, কিন্তু নামাজি নেই। তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আছে। প্রাথমিক স্কুল আছে। সবই তালাবন্ধ। গ্রামের মানুষ এতই সন্ত্রস্ত যে নিজেদের জীবন বাঁচাতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছেন। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে গেছে অন্য কোথাও।

এই গ্রামের কাশেম শেখ ও ফটিক শেখ গোষ্ঠীর বিবাদ দীর্ঘদিনের। ইতিপূর্বে দুই গোষ্ঠীরই বেশ কয়েকজন খুন হয়ে গেছে। উত্তেজন প্রবণ বলে গ্রামে স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প আছে। তা সত্ত্বেও গত ১৪ আগস্ট বেলা দশটা নাগাদ পুটমতরি বাজার থেকে ফেরার পথে গ্রামে প্রবেশের মুখেই নৃশংসভাবে খুন হয়ে যান, কাশেম শেখ ও তাঁর ভাই গোপাল শেখ। এই ঘটনার পর বেলা দেড়টা নাগাদ গ্রামের মধ্যেই খুন হন ফটিক শেখ সহ আরও কয়েকজন। ১৬ আগস্ট খড়ি নদীর লহনা ঘাটে বস্তাবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় ফটিক শেখের ভাইপো সাইফুল শেখের মৃতদেহ।

ফটিক শেখ ও তাঁর দলবলকে গ্রাম ছাড়া করে কাশেম গোষ্ঠী ফটিক শেখের প্রায় তিরিশ বিঘা জমি জবরদখল করে ভোগ করছিলেন বলে অভিযোগ। তৃণমূল শাসনের তিন বছরে কাশেম শেখ তেঁতুলিয়া তো বটেই, গোটা বামুনপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর দখলদারি কায়েম করেছিল। তৃণমূলের কোনো নেতাকে তিনি সমীহ করতেন না। এতে কিছু নেতা কাশেম শেখের উপর চরম রুষ্ট হয়েছিলেন। তারপরই দেখা গেলো হঠাৎ ফটিক শেখ সহ তার দলবলের প্রত্যাবর্তন। ব্যাপক বোমাবাজির মধ্যেই ফটিক শেখ দলবল নিয়ে কাশেম শেখের লাগানো ধান মাঠ থেকে কেটে নিলেন। এতে এলাকার তৃণমূল বলে খ্যাত হয়ে ওঠা কাশেম শেখ প্রশাসন বা দলীয় কোনো সাহায্যই পেলেন না। তাই তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠজনের কাছে প্রায়ই বলতেন তিনি খুন হয়ে যাবেন। অন্যদিকে মন্তেশ্বর ব্লকের তৃণমূলের বিশিষ্ট নেতাদের সাথে ফটিক শেখের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। যদিও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ফটিক শেখকে অন্য রাজনৈতিক দলের তকমা পড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। সি পি আই(এম) নেতা তথা এলাকার বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লা এই খুনোখুনিকে রাজনৈতিক তকমা দিতে রাজি নন। দুই সমাজবিরোধী গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বলেই আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা চাই প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে গ্রামে শান্তি ফিরিয়ে আনুক।

বর্ধমান জেলার সর্বত্র মানববন্ধন থেকে সংহতির আহ্বান

বর্ধমান শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ আগস্ট : দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষায় আজ স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যের সাথে সাথে জেলা জুড়ে পালিত হল মানববন্ধন কর্মসূচি। জেলার মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে সংহতি দিবস পালন করেন। বর্ধমান শহরের কার্জনগেটের সামনে বামফ্রন্টের মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন অমল হালদার, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, আইনুল হক, অশোক ব্যানার্জী, গৌরী ব্যানার্জী, কালিশঙ্কদ্দর পাল, অরিন্দম কোঙার সহ বামফ্রন্টের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এইদনের কর্মসূচিতে মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বামপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যরাও এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল। বর্ধমান, শক্তিগড়, বলগোনা, ভাতার, কুড়মুন, খেড়ুর-ছাতনি, জামালপুর, ওড়গ্রাম, মেমারি, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসি, বুদবুদ, মন্তেশ্বর, সুরাতিপুর, নর্জা, সাহেবগঞ্জ, গুসকরা, রামনগর, অভিরামপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন ব্যাপক মানুষ।

আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে জাতীয় সংহতি ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার শপথ উচ্চারিত হলো। আসানসোলে ভগৎ সিং মোড় থেকে কালীপাহাড়ী জি টি রোড সহ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কর্মসূচি পালিত হয়।

রানিগঞ্জের পাঁচটি স্থানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বল্লভপুর, রানিগঞ্জ শহর, রাজবাড়ি মোড়, জে কে নগর ও চেলোদ অঞ্চলের মানুষ ও পথ চলতি মানুষও হাতে হাত ধরে মানব বন্ধনে শামিল হন।

দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন রথীন রায়, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, শ্যামা ঘোষ প্রমুখ। সিটি সেন্টার বাসস্ট্যাণ্ড, শহিদ ক্ষুদিরাম সরণি, সগড়ভাঙা, বেনাচিতি, নাচন রোড, ডি পি এল কলোনি, আমরাই-এ, দুর্গাপুর স্টেশন, এম এ এম সি তনশ্বর শিবমন্দির, বিধাননগর, ডেমুয়া গ্রাম, খণ্ডাবাগ এলাকায় মানববন্ধন হয়। দুর্গাপুর ইস্পাতনগীতে চণ্ডীদাস বাজার মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বিপুল সমাবেশ হয়। বক্তব্য রাখেন সলিল দাশগুপ্ত। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

অপর একটি মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় সেইল-আবাসন অঞ্চলে কবিগুরু মোড়ে। বক্তব্য রাখেন স্বপন মজুমদার। আশিষ মার্কেট থেকে শুরু হয়ে একটি বিশাল মিছিল ইস্পাত নগরীর এ-জোনে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে স্টিল মার্কেটে শেষ হয়।

এদিন কালনা, পূর্বস্থলীর পারুলিয়া বাজার ও কাটোয়াতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

রানিগঞ্জ

দুর্গাপুর

গুসকরা

পূর্বস্থলী

ধর্ষণের প্রতিবাদে মহিলা ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আউশগ্রাম, ১৬ আগস্ট : ২১ দিন পর হলেও দোষীরা অধরা, পুলিশ নিশ্চুপ। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আজ বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির গুসকরা জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে আউশগ্রাম থানায় ডেপুটেশন দিলেন মহিলা নেত্রীরা। মন্ত্রীর সাহেবডাঙার নতুন পল্লীতে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। গত ২৬ জুকলাই এই নারকীয় ঘটনার পর থেকে পুলিশ প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। সি পি আই(এম) দল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল এই নির্যাতিতা পরিবারের পাশে দাঁড়ায়নি। স্থানীয় বিডিও খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। মহিলা কমিশনের ভারতী মুৎসুদ্দি সহ প্রতিনিধি দল পারিবারিক সহযোগিতার আহ্বান দিয়েছেন। মহিলা সমিতির রাজ্য, জেলা ও গুসকরা জোনাল নেত্রীরাও পাশে থেকেছেন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের হেলদোল দেখা যাচ্ছে না।

তারই প্রতিবাদে এদিন আউশগ্রাম থানার গুসকরা, আউশগ্রাম, যাদবপার, ভেদিয়া, ভাক্ষী প্রভৃতি এলাকা থেকে তিন শতাধিক মহিলা পুলিশের নিকট দোষীদের গ্রেপ্তার, তাপসপালকে গ্রেপ্তার ও সি পি আই(এম) নেতা-কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা সাজানোর প্রতিবাদ জানিয়ে জমায়েত-এর মধ্য দিয়ে ডেপুটেশন দিলেন।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, রাজ্য সহ সভানেত্রী সাধনা মল্লিক, বর্ধমান জেলা সভানেত্রী সংহিতা ভট্টাচার্য, জোনাল সদস্যা ডলি দলুই, পার্বতী বণিক।

পুলিশ অফিসার শুভাশিষ বণিক দোষীদের ধরার আশ্বাস দিয়েছেন।

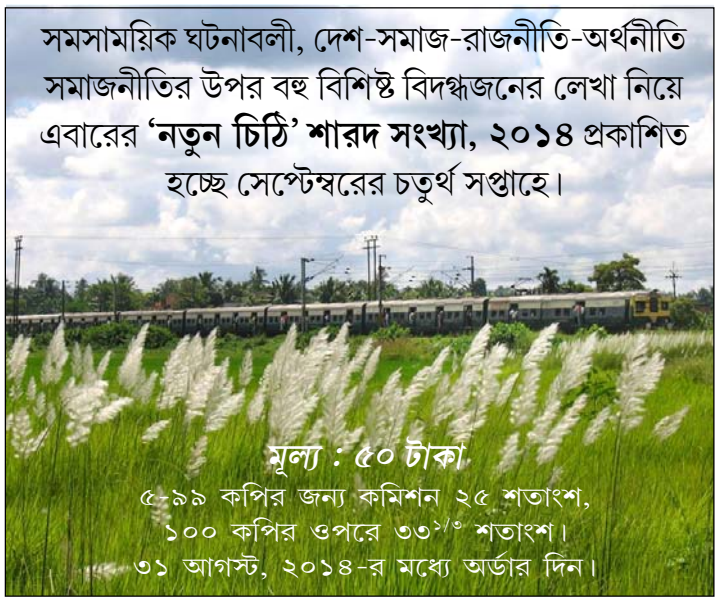

নতুন চিঠি

১৮ আগস্ট, ২০১৪

বিজেপি ও আর এস এস

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তথা আর এস এস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ছিলেন আর আর এস এস -এর প্রচারক। বিজেপি-র সভাপতি অমিত শাহ-ও আর এস এস -এর প্রচারক। তিনি যাঁদের নিয়ে টিম গড়ে তুলেছেন তার সাতজন সদস্য আর এস এস-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে মোদির নেতৃত্বে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মূল পরিচালনায় থাকবে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনটি। সংসদীয় বোর্ড, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী বোর্ড, পরামর্শদাতা কমিটি ইত্যাদি গঠন এখনও বাকি। সেগুলিতেও যে আর এস এস-এর প্রাধান্য থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। আসলে বিজেপি-কে অন্যতম একটি রাজনৈতিক দল হিসাবেই কেবল ভাবলে বিরাট ভুল হবে। সঙ্ঘ-পরিবারকে বাদ দিয়ে বিজেপির চরিত্র বিচার সম্ভব নয়। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী এক বিরাট সংগঠকমণ্ডলীর রাজনেতিক মুখ হলো বিজেপি, হিন্দুত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যার উপরে ন্যস্ত। দলকে সামনে রেখে কার্যত আর এস এস-এর শাসনই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে ভারতে।

ফ্যাসিবাদের ব্ল্যাকশার্ট-ব্রাউন শার্টের মতোই আর এস এস খাকি প্যান্ট-সাদা শার্ট ও টুপি পরিহিত এক ঝটিকা বাহিনী হিসাবে গড়ে উঠেছে। তারা যে ভঙ্গিতে হাত তুলে পতাকাকে সম্মান জানায় তা একেবারেই ফ্যাসিবাদী ভঙ্গি। পশ্চিবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন অন্ধকার জগতের দুষ্কৃতীদের উপরে তুলে এনে একদিকে বিরোধী দমন ও অন্যদিকে যথেচ্ছাচারের অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে এক নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরি করেছে। কিন্তু আর এস এস একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনী। সুনিপুণ পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা রাজনৈতিক দিকনির্ণয়ের সাথে সাথে সমাজক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুত্বের চেতনা বিস্তারের কাজে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যাচ্ছে এলাকায় এলাকায় আর এস এস সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মোন্মাদনা তৈরি করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

কর্পোরেট পুঁজির অঢেল আশীর্বাদ নিয়ে মোদিজি ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে যে নীতি রূপায়ণের দিকে এগিয়ে চলার ঘোষণা তিনি করেছেন স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে, তা কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থেই নিবেদিত। সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা আশ্বাসবাণী মাত্র। কর্পোরেট পুঁজি তার স্বার্থকে অবাধ করতে যে শাসনকে সবচেয়ে সুবিধানজনক মনে করে, ইতিহাসে তা ফ্যাসিবাদ নামেই পরিচিত। আর এস এস বাহিনীকে সেই কাজে লাগানো তাই অপরিহার্য।

ভারত কি সেই ভয়াবহ সম্ভাবনারই সম্মুখীন?

স্বাধীনতা দিবসে প্রবীণদের সাফাই অভিযান

রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ এশোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ৬৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লোকো এলাকায় সাফাই অভিযান করা হয়। এই অভিযানকে ঘিরে প্রবীণদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ২৯তম অলিম্পিকের উদ্বোধন চীন দেশের কোন স্টেডিয়ামে হয়েছিল? ঠিক কোন সময় উদ্বোধন হয়?
২. জাপানের নাগাসাকিতে কী নামের অ্যাটমবোমা কবে ফেলা হয়? কোন দেশ ফেলেছিল? কত মানুষ মারা যায়?
৩. সিঙ্গাপুর কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৪. 'লেডি অব দ্য ল্যাম্প' কাকে বলা হয়? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?
৫. কিউবার কিংবদন্তি নায়ক ফিদেল কাস্ত্রোর কবে জন্ম হয়?
৬. পাকিস্তান নামটি কে দিয়েছিল কত সালে? কবে পাকিস্তানের জন্ম হয়?
৭. ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা দিবস আর কোন কোন দেশ কত সালে এই তারিখে স্বাধীন হয়?
৮. ভারতের ডাকঘরগুলিতে পিনকোড কবে থেকে চালু হয়?
৯. ভারতীয় টেলিভিশনে কবে থেকে রঙিন সম্প্রচার শুরু হয়?
১০. সাইপ্রাস দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১১. গ্যাবন দেশ কোন মহাদেশে অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. কে কবে সূর্যের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাসের অস্বিত্ব আবিষ্কার করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

শিল্পায়ন বহুত্ দূর / চালাও পান্‌সি সিঙ্গাপুর

সুনামী গুপ্ত

ধুমধাড়াক্কার সঙ্গে ৬৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো। দিল্লির লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতীয় পতাকা তুললেন। আর অজস্র প্রতিশ্রুতিগুচ্ছের বাণী দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো। আম-আদমিদের উন্নয়নের জন্য যে ফিরিস্তি, তার সব কটি মনে রাখাই কঠিন। একথা অবশ্য বলা হয় নি যে এই মহান দেশে কোটি কোটি টাকার মালিক যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের ওপর সম্পত্তির পাহাড় রয়েছে ৫টি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আয়ত্তে। ইউ পি এ জমানাতে এঁরা ছিলেন, নয়া এম ডি এ-র রাজত্বেও এঁরা রয়েছেন এবং থাকবেন।

প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর প্রচার-দপ্তর নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতেই অনেকে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন। এই রাজ্যেও দু'দিন আগে থাকতেই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন— 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের ঢাক বাজানো, পুলিশকর্তাদের স্মারক মেডেল বিতরণ, আর কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত, কখনও তৃণমূলের বৃন্দগানে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস।

এর মধ্যেই মন্তেশ্বরে তৃণমূলিদের গোষ্ঠী সংঘর্ষে ৩/৪ জনের মৃত্যু, বোমাবাজি, কোচবিহারে পুরসভার চেয়ারম্যানের মৃত্যুতে ভাইস-চেয়ারপার্সন ভদ্রমহিলা নিয়মমাফিক কর্তৃত্ব নিতে গিয়ে বাধা পেলেন তাঁর দলেরই একাংশের কাছে। বীরভূমেও অনুব্রত গোষ্ঠীর অনুগামী তৃণমূলি নেতা খুন হয়েছেন। গোটা রাজ্য জুড়ে নৈরাজ্যের কুৎসিত প্রবাহ বয়েই চলেছে। জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। আলুর দাম নিয়ে টাস্ক-ফোর্স যেমনি বাজারে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে আলু সাধারণের নাগালের বাইরে। প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। এতে ওঁদের কিছু যায় আসে না। আলু-উৎপাদক ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে লোকসভা নির্বাচনের আগে শাসকদল যে বিপুল অর্থের জোগান পেয়েছে, তার পেছনে একটা সুস্পষ্ট অভিসন্ধি ছিল। যারা ঘাম ঝরিয়ে মাঠে আলু ও অন্যান্য সবজি উৎপাদন করছে, তারা ধুঁধুল চুষবে আর নেপোরা দই মারবে এমনটাই চেয়েছিল এখানকার প্রশাসন। পরিবহণের অবস্থা শোচনীয়। রাস্তাঘাট তৈরির কেন্দ্রীয় বরাদ্দ যাই হোক্ না কেন, তোলাবাজির জন্যেই বর্ষা পড়তে না পড়তেই বেশির ভাগ রাস্তাঘাট (জাতীয় সড়কসহ) মরনফাঁদে পরিণত হয়েছে। কোথায় গেল সেই উচ্চকিত শ্লোগান—'দাম বাড়লে খাব কী?' শাসকদল এ ব্যপারে নীরবতা পালন করাই শ্রেয় বলে মনে করছে।

সারদার টাকা, কর্পোরেটের টাকা, তোলা-আদায়ের টাকা সব মিলেমিশে একাকার। রসদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। অর্থ এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান বাইক-বাহিনীকে বলা হচ্ছে— তোমরা এখন নিজেরাই করে কম্মে খাও। তাই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি এমন কি ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহবধূর ওপর পাশবিক অত্যাচার— এসব প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। গ্রিন-পুলিশের চাকরি যারা পেয়েছিল, তাদের তকমা কেড়ে নিয়ে 'ভলান্টিয়ার' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এমন একটা পরিস্থিতি দেখে-শুনে বেচারি রতন টাকা মুখ-ফসকে শিল্পায়নে এ রাজ্যের দুরবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে অর্থমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূলের ছোট-বড়ো-মাঝারি নেতারা গালমন্দ করলেন। ভাবখানা এমনই এ রাজ্যে এখন স্লুইস-গেট খুলে দেওয়া জলোচ্ছ্বাসের মতো হুড়মুড়িয়ে শিল্পের লগ্নি আসছে। অথচ উনি দেখতে পাচ্ছেন না!

বর্ধমান জেলার অন্দদপুর শিল্প-তালুকের শ্রমিক-কর্মচারীরা স্বাধীনতা-দিবসে কারখানার গেটে গিয়ে দেখলেন—মালিক 'সাসপেনসন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ লটকে দিয়েছে। ৫২ জন কর্মী এবং তাদের পরিবার-পরিজনের পেটে ছুরি মেরে কারখানা বন্ধ হলো। এই রাজ্যের শ্রম-দপ্তর যতই মন্ত্রী-সচিব আমলা বদলাক না কেন, ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো এসব 'ছোট্ট ঘটনা' ফ্যালফেলিয়ে দেখেই যাবে।

সরকারি কর্মচারী শিক্ষক এবং পেনশনার বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়, সেখানে এই রাজ্যে এখনও শতকরা ৪২ ভাগ মহার্ঘভাতা বাকি রেখে, শ্রমজীবী মানুষের ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নিয়ে এক ভয়ঙ্কর তানাশাহি কায়েম করা হয়েছে। একেশ্বরবাদ যাদের ঈপ্সিত, তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের ৬৫ সংখ্যক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করছি—

একের স্পর্ধারে কভু
নাহি দেয় স্থান।
দীর্ঘকাল নিখিলের
বিরাট বিধান।

এই একেশ্বরবাদের উপাস্যা যিনি, তিনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বুঝতে পাচ্ছেন না। তাই মানুষের দুর্গতি বেড়েই চলেছে। চাষি-মজুর মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদের জীবনকে যাঁরা তছনছ করছেন, তাঁরা শিল্পে নতুন বিনিয়োগের জন্য ছুটছেন সিঙ্গাপুরে। বাম আমলে যে সকল বৃহদায়তন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল, সেগুলির এখন মরণাপন্ন দশা। উত্তর-চব্বিশ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান এমনকি উত্তর বাংলাতেও এনসেফালাইটিসের মৃত্যুহারের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে কারখানার পর কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষায়তনগুলি আজ প্রেতপুরীতে পর্যবসিত। মহম্মদ বিন-তুঘলকের খামখেয়ালির ঘটনাকেও এই রাজ্যের প্রশাসন হার মানাচ্ছে। সুনীতি-স্বচ্ছতার আঙ্রাখা ফেঁসে গিয়েছে। এমতাবস্থায়, সিঙ্গাপুরে মহানায়ক 'দেব' সহ যে বিরাট বাহিনী নিয়ে তৃণমূলেশ্বরীর অভিযাত্রা, তার পরিণতি কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

শিল্পায়ন বহুত দূর,
চালাও পান্‌সি সিঙ্গাপুর।
কারখানা সব বন্ধ হলে,
উড়বে শকুন পাখ্না মেলে।
করবে লগ্নি আহাম্মক?
ওঁৎ পেতেছে ধর্মবক।
রাজকোষকে শূন্য করে
যাচ্ছে কারা সিঙ্গাপুরে?
এ তো বড় রঙ্গ যাদু—
শ্মশান পিশাচ খাচ্ছে মধু!
মোদির সঙ্গে বোঝাপড়া
করছে তারা আগাগোড়া।
করছো কি ভাই সি বি আই
—সারদাকাণ্ডের হিসেব চাই।

অনেক সমীক্ষা হচ্ছে। ধামাচাপা দিয়ে উন্নয়নের বুকনিতে বুঁদ হয়ে যারা দেবী-বন্দনায় মুখর হয়ে রয়েছে, একদিন না একদিন তাদের সবাইকে বিসর্জনের বাজনা শুনতে হবেই। 'ঘরে ঘরে ডাক পাঠাও, জোঠ বাঁধো তৈরি হও। মাঠ-পাথার বন্দরে—জোট বাঁধো তৈরি হও।'

কী হবে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্-এর

৮৬ দিন বন্ধ থাকার পর দমদমের ওয়াগন তৈরির কারখানা জেশপ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দিয়ে কর্মীদের লাড্ডু খাইয়েছেন শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। ৬৫০ জন স্থায়ী কর্মীর কাজে যোগদানের কথা আগামী ২ মাসের মধ্যে। পুজোর ঠিক আগে এইরকম একটি কারখানা খোলায় কর্মীমহল থেকে সকলেই আহ্লাদিত। কিন্তু কী হবে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্-এর? গত ২ মাস যাবৎ শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অভাব ও কর্তৃপক্ষের ভুল পরিকল্পনার জন্য দিন দিন উৎপাদন কমছে। ঘন্টায় ২০০ মেট্রিক টন ন্যাপথা ক্র্যাকার থেকে পলিমার দানা তৈরি হবার কথা, যা থেকে পূর্বভারতের প্রায় ১০০০ অনুসারী শিল্প উপকৃত হয়। তার বর্তমান উৎপাদন হচ্ছে ১০০ মেট্রিক টন। কিছু স্থায়ী শ্রমিক-কর্মী প্রত্যহ কারখানায় হাজিরা দিলেও কাজ পাচ্ছেন না। বসে বসে মাইনা তুলছেন। মালিকদের দুটি পক্ষ রাজ্য সরকার ও চ্যাটার্জী গ্রুপ। একে অপরকে দোষারোপ করেই দিন গুজরান করছেন। শিল্পমন্ত্রী হিসাবে এবং অর্থমন্ত্রী হিসাবেও এক্ষেত্রে অমিত মিত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পমহল ও কর্মীমহলের অভিযোগ অর্থমন্ত্রী তাঁর দায়িত্ব নিচ্ছেন না।

কর্মসংস্থান নয় কর্মচ্যুতিই হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গত তিন বছরে শুধু আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে কাজ হারিয়েছেন ৮ হাজারের বেশি শ্রমিক। গত তিন বছরে আসানসোল দুর্গাপুর অঞ্চলে শিল্পের জন্য একটি ইটও গাঁথা হয়নি। জামুড়িয়ার শ্যামসেলের তিনটি পর্যায়ে ৯ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা, প্রথম পর্যায়ে কাজ হলেও তৃণমূলি তোলাবাজি, প্রাণনাশের হুমকি ও জমিজটের বাঁধায় সম্প্রসারণ বিশ বাঁও জলে।

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

অর্থমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন রানিগঞ্জ, কুলটি, জামুড়িয়া, সালানপুর, পাণ্ডবেশ্বর-এর বিস্তীর্ণ এলাকায় বহু কোলিয়ারি বন্ধ। অথচ স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সাকরেদদের মদতেই পাচার হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার কালো সোনা। ভূগর্ভস্থ খনির বদলে খোলামুখ খনির একচেটিয়া বরাত পাচ্ছে গুজরাটের একটি সংস্থা। তাদের হয়ে জমি থেকে গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করতে সাহায্য করছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাই। বাস্তবে তারা ঐ সংস্থার হয়ে ভাড়া খাটছে। কোলিয়ারিতে বৈদ্যুতিন মাল সরবরাহকারী চাহিদা মতো উপঢৌকন না দেওয়ায় খুন হলেন অসীম মুখার্জী। বে-আইনি খননের ফলে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য সরকারের। অর্থমন্ত্রী একেবারে চুপ কেন?

প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক ধীরেন দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ আগস্ট : গত ৯ আগস্ট প্রয়াত হন শিল্পাঞ্চলের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধীরেন দেব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান। সদালাপী, বিনয়ী, সাহিত্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ ধীরেন দেবের প্রয়াণে দুর্গাপুর- আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ তাঁর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও শিশুসাহিত্য রচনায় সমানভাবে দক্ষ ছিলেন তিনি। দুর্গাপুরের বিখ্যাত স্বগত পত্রিকা, রূপায়ণ সহ অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন ধীরেন দেব। তারাশঙ্কর পুরস্কার সহ অন্যান্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। সম্পাদনা করেছেন, 'রোদ্দুর' পত্রিকা। বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আজীবন আস্থাশীল ধীরেন দেব, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

আবার আমার শহর

আলাপের অনবদ্য অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ আগস্ট, ২০১৪ : আজ সন্ধ্যায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'আবার আমার শহর'। গত বছর 'আলাপ'-এর পরিবেশনায় শুরু হয়েছিল আমার শহর। কথায় গানে আলোড়িত হয়েছিল বর্ধমান শহর। আজ তারই দ্বিতীয় রূপ প্রকাশ পেল। আমার শহর আমাদের রোজকার জীবনের ছবি একের পর এক ফুটে উঠলো পর্দায় এবং গানেও নাচে।

এই অনুষ্ঠানে কথা গানে কবিতায় বারে বারে আমাদের জীবনকথা ফিরে ফিরে আসে। চলতি সংসারের চিরন্তন জীবন ছবি, অতীত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন মুহূর্তের ইতিহাস ভাল মন্দে সুর ছন্দে ফিরে আসে এই অনুষ্ঠানে।

আলাপের ভারতী দাস অনুষ্ঠানের শুরুতে তাঁদের ভাবনার কথা বলেন।

মুকাভিনয়, ফটোগ্রাফ, স্কেচ এবং রঙের রেখা এবং কণ্ঠ মায়ায় আমাদের শহর জীবনের কথাগুলি ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। ফুটে উঠেছিল সমর মুখোপাধ্যায়, শ্যামলবরণ সাহা, পূর্ণেন্দু দে, স্বপন রায় এবং মেধাতিথি বর্মনের ছবিতে, আমজাদ হোসেনের সঙ্গীতভাবনায়, মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে।

বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের ৪০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ আগস্ট : আজ বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব ৪০ বছরে পা দিল। এদিন বর্ধমান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্নারে সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে এক বৈঠকি আলোচনায় অংশ নেন। বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ আলোচনার আসরের উদ্দেশ্য কী তা ব্যাখ্যা করেন। সংবাদ মাধ্যম, সাংবাদিকতা, চিত্র সাংবাদিকতার সমস্যা, কার্যকলাপ, তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সম্পাদক পার্থ চৌধুরী, আব্দুস সবুর, মধুসূদন হাজরা চৌধুরী, বৈদ্যনাথ কোঙার, জগন্নাথ ভৌমিক, প্রসেনজিৎ সামন্ত, বিশ্বজিৎ হাজরা, সুজিত ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বর্ধমান স্কুল স্তরে দাবা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ আগস্ট : চেস্ ক্লাব অব বর্ধমান-এর উদ্যোগে বর্ধমান স্কুল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল ১৪-১৭ আগস্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় জিমনাসিয়াম হলে। বর্ধমান শহরের আটটি স্কুলের ৮৩ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ৭ বছর থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ৫টি বিভাগে খেলা হয়। দলগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় বর্ধমান সি এম এস হাইস্কুল। রানার্স হয় বর্ধমান মিউনিসিপাল হাইস্কুল। তৃতীয় স্থান অধিকার করে বর্ধমান হোলি চাইল্ড স্কুল। একক ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় বর্ধমান হোলি চাইল্ড স্কুলের নীলাঞ্জন দাস, রানার্স হয় সি এম এস হাইস্কুলের রূপম চ্যাটার্জী। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া আধিকারিক সুরজিৎ নন্দী। প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খোয়াই প্রকাশনা সংস্থার আহ্বায়ক চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক অভিতাভ চক্রবর্তী, ক্লাব-এর সম্পাদক অনির্বাণ হাজরা প্রমুখ। ডি পি এস বর্ধমান মডেল স্কুল, ইস্টওয়েস্ট মডেল স্কুল, বর্ধমান বিবেকানন্দ স্কুল ও বর্ধমান বিদ্যার্থী বয়েজ স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

দুর্গাপুরে পালিত হল রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৬ আগস্ট : আজ সন্ধ্যায় দুর্গাপুর চিলড্রেনস অ্যাকাদেমির প্রেক্ষাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের দুর্গাপুর ইস্পাত ১ নং আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে পালিত হল রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ সন্ধ্যা। ৩০ জন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি সহ নৃত্য ও শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্যামল ব্যানার্জী ও সভাপতিত্ব করেন দীপক দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের দুর্গাপুর ইস্পাত ১ নং আঞ্চলিক কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক কানাই বিশ্বাস। বৃষ্টিস্নাত শ্রাবণ সন্ধ্যায় ব্যাপক সংখ্যায় দর্শক সমাগম, শিল্পী ও উদ্যোক্তাদের বিশেষ উৎসাহ জুগিয়েছে।

১৭ আগস্ট ইস্পাতনগরীর বিধান ভবনে রবীন্দ্রস্মরণ করে রম্যবীণা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'শ্রাবণ ও সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। দুর্গাপুরের ২৫ জন বিশিষ্ট শিল্পী বিশ্বকবির গান, কবিতা, আবৃত্তি পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত।

কিশোর বাহিনীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৭ আগস্ট : আজ সকালে ইস্পাতনগরীর এ-জোন, শিবাজী রোডের দুর্গাপুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাবলিক হাইস্কুলে কিশোর বাহিনীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক ছিল কিশোর বাহিনীর ইস্পাত অঞ্চল সমিতি। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন কালীশংকর ব্যানার্জী। এরপরে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কালীশংকর ব্যানার্জী, সব পেয়েছির আসরের পক্ষে নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য শিশু সংগঠনের সংগঠকরা। আজকের প্রতিযোগিতায়, অঙ্কন, নাচ, গান, আবৃত্তি, ক্যুইজ, একাঙ্ক নাটকে ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ আগস্ট : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বর্ধমান শহর জোনাল শাখার উদ্যোগে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলে এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহর জোনের ও সদর জোনের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় ছিল অঙ্কন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সমবেত সঙ্গীত, সাঁওতালি সঙ্গীত। বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় আবৃত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের শহর সভাপতি ও সম্পাদক কল্যাণ তা, শিবশঙ্কর সাহা প্রমুখ। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিচারকের আসন গ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীরা ২৪ আগস্ট মহকুমা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

গোপা চৌধুরীর স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ আগস্ট : বর্ধমান শহরের সমস্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী গোপা চৌধুরী গত ১৩ জুলাই, ২০১৪ প্রয়াত হন। এদিন প্রয়াত গোপা চৌধুরীর স্মরণসভা হয় টাউন হলে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে স্মৃতিচারণ করেন শহরের সংস্কৃতি মনস্ক মানুষজন। প্রয়াত মঞ্চমানবীকে স্মরণ করা হয় গানে, কথায়, কবিতায় ও স্মৃতিচারণে।

খোয়াই-এর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ আগস্ট : শ্রাবণের শেষ দিনে বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে 'খোয়াই' প্রকাশনার আহ্বায়িকা চিন্ময়ী ভট্টাচার্য প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। জয়া মিত্রের কবিতার বই 'কালো ময়ূর নাচো'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কবি রণজিৎ দাশ। এছাড়া অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন শ্যামলবরণ সাহা, অংশুমান কর, রণজিৎ দাশ। রবীন্দ্র গান করেন মঞ্জরী নাগ। কবিতার বই নিয়ে আলোচনা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, রাজকুমার রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মঞ্জরিতা চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ডা. মৈনাক মুখোপাধ্যায়, রাপ্তি মুখোপাধ্যায়, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ।

দুর্গাপুরে মান্না দে-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৭ আগস্ট : আগ সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে শ্রুতি মিউজিক্যাল গ্রুপের পক্ষ থেকে কিংবদন্তী শিল্পী মান্না দে-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মান্না দে-র বাদ্যযন্ত্র সহকারী ও প্রখ্যাত পিয়ানো-অ্যাকর্ডিয়ান বাদক প্রতাপ রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি মান্না দে-র বিভিন্ন গান যন্ত্রে বাজিয়ে শোনান। মান্না দে-র ভ্রাতুষপুত্র সুদেব দে ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন গায়ক-গায়িকারা মান্না দে-র গান গেয়ে শোনান।

প্রকাশিত হল 'পল্লী দামোদর'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ আগস্ট : দামোদর শুধু নদী নয়, বহমান ইতিহাস। বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ দামোদর এলাকার মানুষের কথা তুলে ধরার অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রা শুরু করলো আরও একটি স্থানীয় পত্রিকা 'পল্লী দামোদর'। ১৬ আগস্ট গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রেস কর্ণারে হয়ে গেল এর অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক উদ্বোধন। সম্পাদকের নাম প্রদীপ মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন অলোক মাঝি, স্বদেশকুমার রায়, বাসবী রায়, তারকনাথ রায়, বৈদ্যনাথ কোঙার, মধুসূদন হাজরা চৌধুরী, পার্থ চৌধুরী, জগন্নাথ ভৌমিক প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন লেখক-সাংবাদিক শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী। বক্তারা সবাই নতুন পত্রিকাটি মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরবে, আশা প্রকাশ করেন।

বর্ধমানে পালিত হল কন্যাশ্রী দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট : জেলা জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কন্যাশ্রী দিবস পালিত হল। শিশুবিকাশ দপ্তর এবং নারী উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং জেলা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংস্থার দ্বারা বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে কন্যাশ্রী দিবসের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, জেলা জজ পবন কুমার মণ্ডল, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক শুভায়ু বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় সচিব উজ্জ্বল প্রমাণিক, মহিলা কমিশনের সদস্যা শিখা আদিত্য সরকার সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত ব্যানার, পোস্টার ও ছড়ায় সকলদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পী কৌশিকী চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় ছিলেন বিখ্যাত তবলাবাদক বিক্রম ঘোষ।

গৃহিনীর যত্ন-পরিচর্যা

পশুপালনের শুরু আদিমকাল থেকেই। সেই ধারা আজও অব্যাহত। বিগত বামফ্রন্টের আমলে গ্রামবাংলার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশু পালনের উপর জোর দেওয়া হয়, গৃহপালিত পশুদের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে সরকারি ভাবে পশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। পশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়িতে

বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সারা রাজ্য জুড়ে প্রাণীবন্ধু নিয়োগ করা হয়।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পশুপালকরাও শিখে গেছে কোন মরশুমে কী যত্ন-পরিচর্যা পশুদের করতে হয়। বর্ষার সময় পশুদের পরিচর্যার জন্য বিশেষ নজর রাখতে হয়। ভিজে আবহাওয়ার কারণে প্রাণীদের রোগ আক্রমণ সর্বাধিক। শুধু সুষম খাবার দিলেই হবে না, পশুদের শুকনো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। রাত্রিবেলা গোয়াল পরিষ্কার করে পশুদের রাখা হয়। প্রয়োজনে মশারির ব্যবস্থাও করতে হয়। দিনের বেলা ভিজে উঠান বা মাঠে পশুদের রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে ছাগল-মুরগির জন্য ফাঁকা জায়গায় চৌকি পেতে শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কালনা শহরের ১৪ নং ওয়ার্ডের বালির বাজারে সেই দৃশ্যই দেখা গেলো।

ওরা মাটি কাটে

ওরা মাটি কাটে নদী পাড়ে, মাটি কাটে ঝোপ-জঙ্গলে। সেই মাটি নৌকায় করে পৌঁছে দেয় ইটভাটাগুলিতে। বিনিময়ে মজুরি হিসাবে কয়েকটা টাকা। সেই টাকায় চলে গোটা সংসার। এটাই নদীপাড়ের গ্রামগুলির বেশ কিছু মানুষের জীবিকা। কিন্তু এই মাটিকাটা জীবিকাও এখন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে যেখানে সেখানে মাটি কাটায় তেমন বাধা না এলেও এখন কঠিন বাধা আসছে। মাটিকাটা অবস্থায় ধরা পড়লে

দৃষ্টিপাত

আলেক সেখ

শারীরিকভাবে হেনস্থাও হতে হচ্ছে। অথচ যাদের জন্য এই মাটি কাটা সেই ইটভাটাগুলির মালিকরা নিরাপদ দূরত্বে বসে মুনাফা লুটছে। সম্পদের পাহাড় জমাচ্ছে। মাটি কাটার দায় তারা নেয় না। বাম গণতান্ত্রিক দলগুলির শক্তি হ্রাস হওয়ায় শ্রমজীবী মানুষের হয়ে এখন বলার কেউ নেই। কারণ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল

মালিকদের হয়েই তাবেদারি করে। মালিকদের কীভাবে মুনাফা বৃদ্ধি পায় সেটাই তাদের মুখ্য দেখার বিষয় হয়ে উঠেছে।

জীবনের সন্ধানে

বাট-কাটা মেয়েদের একটি পেশা। জ্যাকেট তাঁতের মধ্য দিয়ে শাড়িতে বিভিন্ন সুতোর ব্যবহারে নতুন নতুন নক্সা তৈরি হয়। শাড়ি বোনার পর নক্সার বর্ধিত সুতো কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এই সুতো ফেলে দেওয়াকেই বলে শাড়ির বাট-কাটা। এই

কাজটা করে সাধারণত বাড়ির মহিলারা। বিশেষ করে স্কুলে পড়াশোনা করা মেয়েরা। শাড়ি বোনার পর মহাজনরা তা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সংসারের কাজ বা পড়াশোনার মাঝে বাটকাটার কাজ সেরে ফেলেন মহিলা বা পড়াশোনা করা মেয়েরা। একটা শাড়ির বাট-কাটার মজুরি ২২ টাকা থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত। গড়ে একজন মহিলা দিনে চার / পাঁচ খানা শাড়ির বাট সহজেই কেটে ফেলতে পারেন। স্কুলের মেয়েরা বাট-কাটার মজুরি জমিয়ে নিজের বিয়ের সম্পূর্ণ খরচটাই

তুলে ফেলতে পারে। কালনার তালবোনা গোয়াড়া গ্রামের মহিলারা সেই দাবিই করলেন। এতে মেয়ের মা-বাবাকে বাড়তি চিন্তা করতে হয় না। তাই বাট-কাটা মেয়েরা স্বয়ম্ভরতার তকমা পেয়ে যায় বিয়ের প্রারম্ভেই।

নৌকা সাড়াই

ডাঙায় গাড়ি আর জলে নৌকার ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই। সেই ধারা আজও অব্যাহত। বর্ষার সময় নদী-নালা-খাল-বিল এমনকি অতিবর্ষণে রাস্তাঘাটও জলমগ্ন হয়ে ওঠে। তখন যাতায়াত বা যোগাযোগের জন্য গাড়ি অচল হয়ে পড়ে। একমাত্র নৌকাই তখন মানুষের ভরসা হয়ে ওঠে। তাই কোনো সময় মানুষ নৌকাকে অবহেলা করেনি, আজও করেনা। সাধারণত শুখা মরশুমে নৌকার ব্যবহার তেমন থাকে না। তাই অবজ্ঞা-অবহেলায় নৌকাগুলি খালেবিলে বা নদীর ধারে পড়ে থাকে। এতে নৌকার কিছু কিছু জায়গায় ক্ষতি হয়। কোনো সময় কাঠ পচে যায়। আবার কোনো সময় প্রখর তাপে নৌকার দুই কাঠের সংযোগস্থল ফাঁক হয়ে যায়। মেরামত করে তবেই নৌকা জলে নামাতে হয়। তা না হলে সলিল সমাধি। তাই গ্রাম নৌকার মালিকরা বর্ষার আগেই নৌকাগুলিকে মেরামতের চেষ্টা করেন। সেই দৃশ্যই দেখা গেলো বর্তমান কালনা পুলিশ সুপার দপ্তরের কাছে ভাগীরথী নদীর চরে। নৌকাগুলিকে ডাঙায় তুলে মেরামত করা হচ্ছে। এ দৃশ্য শুধু কালনার নয় দেখা যায় নদীমাতৃক দেশের সর্বত্রই।

মাচায় চিচিংগার পরে শশা চাষ, মাচার তলায় কাটোয়া ডাটা

জনসখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কৃষি জমি বাড়ছে না, বরং দিন দিন কমছে। তাই যোগান বজায় রাখতে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া কোনো গতি নেই। এ ব্যাপারে রাজ্য কিংবা কেন্দ্র কোনো সরকারেরই হেলদোল নেই। একমাত্র মাটির সাথে মিশে থাকা কৃষকরা নিজেরা নিজের মতো করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই কৃষিক্ষেত্র শুধু চাষের জন্য একখণ্ড জমিই নয়, সেটা পরীক্ষাগারও। একই জমিতে চাষ হচ্ছে চিচিংগা, শশা ও কাটোয়ার ডাটা।

কালনা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কৃষ্ণদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মির্জাবাটি গ্রামের শংকর মাঝি তার এক খণ্ড জমিতে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে চিচিংগা লাগিয়ে ছিলেন। চারা বেরুনোর পর গোড়ায় পরিমাণমতো চাপান সার দিয়ে ভেলি তৈরি করে দেন। যাতে বর্ষার জল গাছের গোড়ায় না বসে। চারা বড় হলে মাটি থেকে তিন ফুট উচু করে মাচা করে দেওয়া হয়। চিচিংগা গাছ মাচায় উঠে গেলে তলায় লাল ডাটার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। শংকরবাবু জানান জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ থেকেই চিচিংগার ফুল ধরে। তারপরই চিচিংগার উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। এখন পুরো দমে চিচিংগা পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি কাটোয়া ডাটাও তোলার কাজ চলছে। দু'টি সবজিই একসাথে বাজারজাত করা হচ্ছে। হলুদ গাছ যেমন গাছের ছায়াতেও বড় হয়। কাটোয়া ডাটাও ছায়া সহ্য করেই বড় হয়। এই থিওরি কারও কাছ থেকে পাওয়া নয়। কৃষকদের পরীক্ষাগার থেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই থিওরি উঠে এসেছে। যে কাটোয়া ডাটা ছায়া সহ্য করতে সক্ষম, ভাদ্র মাস পর্যন্ত চিচিংগা ও কাটোয়া ডাটা জমি থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু চিচিংগা গাছ লাল হতে শুরু করলেই মাচার তলায় শশা বীজ পুঁতে দেওয়া হবে। পুরানো মাচাকে ব্যবহার করেই শশা পাওয়া যাবে।

১০ কাঠা জমিতে বহুমুখী চাষ করে বছরে ২৫ থেকে তিরিশ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব বলে শংকরবাবু জানান। তিনি আরও জানান পটলের মাচার নিচে শশা চাষ করা সম্ভব। পটল আর শশা একসাথেই পাওয়া যাবে। কৃষকদের পরীক্ষাগার থেকে আবিষ্কৃত মিশ্র চাষ-এর প্রযুক্তি যদি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাতে কৃষকরা উপকৃত হবে। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের কর্মীরা দপ্তরে বসে কম্পিউটারে কল্পনায় ভেসে মনগড়া রিপোর্ট তৈরি না করে যদি এই প্রচারের কাজটা করেন, তাহলে কৃষকরা তো বটেই রাজ্যেরও উপকার হবে। সেটাই মনে করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভেঙে পড়লো ইকো-রিক্সা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ আগস্ট : বর্ধমান শহরে ক্রিশ-ক্রশ বাস পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে ইকো রিক্সা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিছুটা জনপ্রিয়তাও পাচ্ছিল এই রিক্সা। কিন্তু চালক সহ পাঁচজন বহনকারী এরকমই একটি রিক্সা আজ তিনকোনিয়ার কাছে চাকা ভেঙে পড়ে যায়। আহত হন যাত্রীরা। রিক্সা চালক পলাতক।

প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি ইকো-রিক্সার গঠন যাত্রী পরিবহনের উপযোগী নয়?

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। বেজিং শহরের 'বার্ডস নেস্ট' স্টেডিয়ামে, ২০০৮ সালের রাত্রি ৮ টা ৮ মিনিট ৮ সেকেণ্ডে; ২। 'ফ্যাটম্যান', ৯ আগস্ট ১৯৪৫ সাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৭৪ হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যান, পরে আরো কয়েক হাজার মারা যান; ৩। এশিয়া মহাদেশে, ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট, সিঙ্গুপুর সিটি; ৪। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে, ১২-৫-১৮২৯ থেকে ১৩-০৮-১৯১০; ৫। ১৯২৬ সালের ১৩ আগস্ট; ৬। চৌধুরী রহমত আলি ১৯৩৩ সালে, ১৪-০৮-১৯৪৭; ৭। দক্ষিণ কোরিয়া (১৫-৮-১৯৪৮), কঙ্গো (১৫-৮-১৯৬০) এবং বাহরিন (১৫-৮-১৯৭১); ৮। ১৫-৮-১৯৭২; ৯। ১৫-৮-১৯৮২; ১০। এশিয়া মহাদেশে, ১৬-৮-১৯৬০, নিকোসিয়া; ১১। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬০ সালের ১৭ আগস্ট, লিব্রাভিল; ১২। বিজ্ঞানী প্যারিস জনসন, ১৮৬৮ সালের ১৮ আগস্ট।

আপনি কি বাড়ি ভাড়া খুজছেন ?

নতুনগঞ্জ অঞ্চলে ২ রুম, ২ বাথরুম, ডাইনিং, রান্নাঘর, বারান্দা সমৃদ্ধ, ছোট পরিবারের উপযুক্ত বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে।

যোগাযোগ -৯৪৩৪৩৯১৩৭১

By Courtsy

S. K. Banerjee

Burdwan

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি মনোয়ারা চৌধুরী, স্বামী নাজিম চৌধুরী নাজিম চৌধুরী সরাইটিকর, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৭ মে ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সামিমউদ্দিন চৌধুরী যা তার স্কুল সার্টিফিকেটে ভুলবশত মহম্মদ সামিমউদ্দিন, পিতা মহম্মদ আব্দুল নাজিম এবং রেশনকার্ডে সেখ সামিম, পিতা - সেখ কালো নাম নথিভুক্ত হয়েছে। সামিমউদ্দিন চৌধুরী, পিতা - নাজিম চৌধুরী, মহম্মদ সামিমউদ্দিন, পিতা মহম্মদ আব্দুল নাজিম এবং সেখ সামিম, পিতা - সেখ কালো এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মনোয়ারা চৌধুরী, স্বামী নাজিম চৌধুরী নাজিম চৌধুরী সরাইটিকর, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৭ মে ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী যা তার স্কুল সার্টিফিকেটে ভুলবশত মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, পিতা মহম্মদ নাজিমউদ্দিন এবং রেশনকার্ডে সেখ নাসিরুদ্দিন, পিতা - সেখ কালো নাম নথিভুক্ত হয়েছে। নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিতা - নাজিম চৌধুরী, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন, পিতা মহম্মদ নাজিমউদ্দিন এবং সেখ নাসিরুদ্দিন, পিতা - সেখ কালো এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সমরেশ দাস, পিতা অভয়পদ দাস, এ বি মুখার্জী রোড, পোঃ - নতুনগঞ্জ, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৫ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ঋষভ দাস যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত অদ্রীশ দাস নথিভুক্ত হয়েছে। ঋষভ দাস ও অদ্রীশ দাস এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

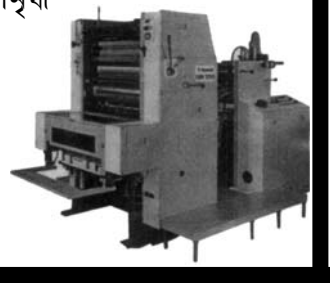

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা